সংবাদ

তারিখ ... 29 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ঢাকা : শনিবার ১৪ আশ্বিন ১৪১৪
Dhaka : Saturday 29 September 2007

সম্পাদকীয়

কয়েকশ' কোটি টাকার 'আনন্দ স্কুল'ও কি রসাতলে যাবে?

খুবই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই নানা গোঁজামিল, দুর্নীতি ও অনিয়মের ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে এনজিও পরিচালিত 'আনন্দ স্কুল'-এর কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। অভিযোগগুলো যদি আংশিকভাবেও সত্য হয় তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছুই হতে পারে না। কারণ এই স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আওতার বাইরে থাকা শিশুদের জন্য। দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছিল, ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী যেসব শিশু কখনও স্কুলে যায়নি কিংবা গিয়েও ঝরে পড়েছে, তেমন মোট ৫ লাখ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়াই হলো এ প্রকল্পের লক্ষ্য। এ জন্য কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছিল দেশের ৬০টি উপজেলার চরাঞ্চলসহ দুর্গম, প্রত্যন্ত ও বিচ্ছিন্ন এলাকা, দরিদ্র ও শ্রমজীবী বসতি এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলো। আর এ দরিদ্র ও হতভাগ্য শিশুদের স্কুলে ধরে রাখার জন্য এর সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছিল শিক্ষার্থীদের মাসিক ভাতা প্রদানসহ নানা আকর্ষণীয় প্যাকেজ। গঠন করা হয়েছিল প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থাপনা কমিটি। এক কথায় আমাদের মতো পশ্চাৎপদ একটি দেশে গ্রামের একটি আদর্শ স্কুলে যা যা থাকা দরকার তার কোনটারই কমতি ছিল বলে মনে হয় না।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'আনন্দ স্কুল' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা শুধু চমৎকারই নয়, অতি প্রয়োজনীয়ও বটে। 'রস্ক' (রিচিং আউট অফ স্কুল) নামে একটি প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত এ ধরনের প্রায় ১২ হাজার স্কুল খোলা হয়েছে সারাদেশে। বিশ্বব্যাংক, এসডিসি (সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন) ও বাংলাদেশ সরকারের সমন্বিত উদ্যোগে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার এ প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছিল ২০০৪ সালে। স্কুলগুলো পরিচালিত হওয়ার কথা ১১ সদস্যের একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে। আর ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা দেয়ার দায়িত্ব বর্তেছিল স্থানীয় অভিজ্ঞ এনজিওগুলোর ওপর। এনজিওগুলো ভাল কাজ করে এবং এ ধরনের কাজে তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে এ ধরনের বিবেচনা থেকেই সম্ভবত দায়িত্বটি তাদের দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, বেড়াই ক্ষেত খেতে শুরু করেছে। যে সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছিল সেই সর্ষের মধ্যেই রয়ে গেছে ভূত। ফলে অতি গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য আখেরে কতটা অর্জিত হবে তা নিয়ে দেখা দিয়েছে তীব্র সংশয়।

অভিযোগ অনেক। আনন্দ স্কুলের একজন শিক্ষকের মাসিক বেতন হলো ১২০০ টাকা। কিন্তু দেখা গেছে তার পরিবর্তে ক্লাস নিচ্ছেন ৫০০ টাকা বেতনের 'বদলি শিক্ষক'। এ ধরনের উদাহরণ প্রচুর। শিক্ষক নিয়োগে ঘুষ নেয়ার অভিযোগও পাওয়া গেছে। ভেজাল শিক্ষকের মতো ভেজাল ছাত্রের হদিসও মিলেছে। লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া বহু ছাত্রছাত্রীকে ভিন্ন নামে আনন্দ স্কুলে ভর্তি দেখানো হচ্ছে। অনেকটা শেয়াল পণ্ডিতের সেই বিখ্যাত পাঠশালার মতো! প্রশ্ন হলো, এভাবেই যদি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হয় তাহলে প্রকল্পের লক্ষ্যের আর অবশিষ্ট থাকে কী?

ভেজাল শুধু শিক্ষক ও ছাত্রদের ক্ষেত্রেই নয়, স্কুলগুলো পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও গোঁজামিলের অন্ত নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কমিটিগুলো শুধু নামেই আছে। তাদের কোন ক্ষমতা নেই। প্রতি মাসে কমিটির সভা হওয়ার কথা থাকলেও তা হয় না। আর্থিক লেনদেন থেকে শুরু করে সর্বময় কর্তৃত্ব 'সহায়ক' নামধারী এনজিওগুলোর হাতে। তারাই করছেন সব। কমিটির সদস্যদের কাজ হলো শুধু 'সই' করা। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। স্কুলগুলোতে নিয়মিত ক্লাস হয় না। বদলি শিক্ষকরা ঠিকমতো পড়াতে পারেন না। সবমিলিয়ে ভেস্তে যেতে বসেছে অতি প্রয়োজনীয় একটি প্রকল্প, যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

অবশ্য প্রকল্পের কর্মকর্তারা অভিযোগগুলো স্বীকার করেননি। তারা বলেছেন, সামান্য কিছু সমস্যা থাকলেও সব ঠিকঠাকমতো চলছে। রস্ক প্রকল্পের পরিচালক নাজমুজ্জামান দাবি করেছেন, তাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী ৮০ থেকে ৯০ ভাগ ইএসপিই (সহায়ক এনজিও) ভাল। ভাল হলেই ভাল। কিন্তু অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য তা নয়। দৌলতপুর উপজেলার একটি এনজিও ১৯৫টি আনন্দ স্কুলের দায়িত্ব পাওয়ার পর ব্যাংক থেকে তুলে সব টাকাই আত্মসাৎ করে ফেলেছিল। আর সাবেক বিএনপি-জামায়াত জোট-সরকারের আমলে গৃহীত এ প্রকল্পে কারা কেন কিভাবে ইএসপি হিসেবে কাজ পেয়েছিল বা বাগিয়ে নিয়েছিল তা সবাই জানে। তবু আমরা বলব, উপরে যে চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে তা মানিকগঞ্জের তিনটি উপজেলার। অন্যত্র অবস্থা ভিন্ন হলে আমরা খুশি হব।

আমাদের অবস্থা অনেকটা ঘরপোড়া গরুর মতো। দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে অতীতে বহু সম্ভাবনাময় প্রকল্পের অপমৃত্যু আমাদের দেখতে হয়েছে। কিছুদিন আগেও একমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের নামে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার হরিলুটের কাহিনী সর্বজনবিদিত। রস্ক প্রকল্পের ক্ষেত্রে আমরা তার পুনরাবৃত্তি চাই না। আমরা চাই আনন্দ স্কুলগুলো শতভাগ সফল হোক। সরকার বাহাদুর দয়া করে এদিকে একটু মনোযোগ দিলে সেটা অসম্ভব কিছু নয়।